DECLARATION

I, Mrs. Reeta Poddar, bearing Registration No. : Ph.D. / 1417/11 dated 11-04-11 hereby declare that the subject matter of this thesis entitled বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া ঃ নির্বাচিত উপন্যাসের নিবিড় পাঠ *(Impact and Depiction of Events of the Forty's Decade of Twenieth Century in Bengali Novel : A Close Reading of Selected Novels) is the record of work done by me and the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted to any other University / Institute.*

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Assam University, Silchar *(Reeta Poddar)*

Date : 21-12-2015

সূচি পত্র

পৃষ্ঠা

প্রাক্ কথন

প্রথম অধ্যায় ৮-৬৪
জাতীয় ও বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের
ঘটনাপ্রবাহ: একটি সাধারণ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৫-৮৮
বাংলা উপন্যাসে সমকালীনতা: চল্লিশ ও তৎপরবর্তী কথাবয়নের
প্রেহ্লিত— একটি পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায় ৮৯-১২৮
বাংলা উপন্যাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি:
নিবিড় পাঠ—'জাগরী'-'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

চতুর্থ অধ্যায় ১২৯-১৭০
'সোনার দেশে কেন এল পঞ্চাশের আকাল' ঃ বিশেষ পাঠ —
'মন্বন্তর' — 'অশনিসংকেত' — 'চিন্তামণি'

পঞ্চম অধ্যায় ১৭১-২৩৬
বাংলা উপন্যাসে দাঙ্গা- দেশভাগ-স্বাধীনতা-উদ্বাস্তু সমস্যা: নিবিড়
পাঠ— "স্বাধীনতার স্বাদ", 'কেয়াপাতার নৌকো', ' নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'।

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৩৭-২৭৬
তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস:
বিশেষ পাঠ- 'নয়নপুরের মাটি', 'লখীন্দর দিগার', 'স্বজনভূমি'

সপ্তম অধ্যায় ২৭৭-২৮৭
উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮-২৯৫

প্রাক্ কথন

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনকথার মধ্যে একটি দেশের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে বলেছিলেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার ছবি আমরা পাই সাহিত্যে। এই ভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ। সময় ও সমাজের সংকট ধারণ ও বহন করে সাহিত্য। বিশেষ করে কথাসাহিত্যের অন্যতম বিভাগ উপন্যাসে উঠে আসে সাধারণ মানুষের সুখ,দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপচিত্র। মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি। এই সব উপাদানে তৈরি হয় জীবনের পট। উপন্যাস এই পটপ্রেক্ষিত (Context) এর সাপেক্ষে ধরতে চায় মানুষকে, তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সত্তাকে। যেহেতু লেখক সামাজিক জীব, তাই তাঁর ন্যারেশনে যুগ-সংকটের প্রভাব পড়বেই। কিন্তু সংকট-কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সময় থমকে থাকে সাহিত্যে। সাহিত্য বহন করে চলে সেই যুগ-যন্ত্রণাকে। এভাবেই সাহিত্য হয়ে ওঠে ইতিহাসের বিশ্বস্ত সাক্ষী।

উপন্যাস পাঠে আমার বরাবরের আগ্রহ। সেই আগ্রহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস-পড়তে গিয়ে গত শতকের চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ এবং তার উপস্থাপনের ধরন আমার আগ্রহের বিষয় হয় ওঠে। কারণ এই সময়টি বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময় যখন ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে এক অভূতপূর্ব দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে একটা চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিল। ১৯৪৩-৪৪ এর মহামন্বন্তর, ১৯৪৬ এর ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা এরপর ১৯৪৭ এর দেশভাগ আর মহাপ্রব্রজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা। অন্যদিকে ১৯৪৬-৪৯ পর্বে তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার একের পর এক আঘাতে বাঙালি তখন দিশেহারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা, চোরাকারবারী কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে জিনিস পত্রের অগ্নিমূল্য সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসে। এর সঙ্গে যোগ হয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ও হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা এক শ্রেণির বিবেকবর্জিত মানুষের সীমাহীন লোভ যা মানুষকে আরো বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। মনুষ্যত্বের এই বির্পযয়ের ছবি সে যুগের কবি সাহিত্যিকেরা নিপুণভাবে তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন। তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়েছে কিভাবে আর্থ-সামাজিক সংকটে বিপন্ন হয় মানবাত্মা, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের অশুভ আঁতাতের ফলে দীন দরিদ্র মানুষের জীবনে যোজিত হয় নিষ্পেষণের নতুন মাত্রা। দুর্বার খিদের আমোঘ গুহায় মানুষকে নামিয়ে নেয় অতলে। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় অর্থাৎ মৌলিক চাহিদাগুলির অভাবে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির নৈতিক অবনমন ঘটে। অস্থির এই সময়ে নারীর আত্মিক ও সামাজিক সংকট হয় আরো তীব্র। দৈহিক শুচিতার সংস্কার ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে অভাবের আগুনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচুর লেখায় এই যুগযন্ত্রণা ফুটে উঠেছে।

আমরা বিশ শতকের চল্লিশের দশকের এইসব ঘটনাপ্রবাহ বাংলা উপন্যাসে কীভাবে বিম্বিত হয়েছে, তার একটা প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছি। গবেষণার সুবিধার জন্য নির্বাচিত কিছু উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের কর্মকে আমরা বেছে নিয়েছি। আমি আমার সীমিত ক্ষমতায় তাঁদের বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আরো বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ থাকলেও সময় ও সহায়ক বাংলা গ্রন্থের অপ্রতুলতা আমার উৎসাহকে ব্যাহত

করেছে। কারণ অসমের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে বাংলা সাহিত্যের বিপুল গ্রন্থরাজির সাহ্লাৎ পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবুও এই অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পূর্ণ করতে যে স্থানীয় কয়েকটি গ্রন্থাগার রয়েছে, যেমন – ডিব্রুগড় হনুমানবক্স সুরজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মনোহারী দেবী কানৈ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ইণ্ডিয়া ক্লাব গ্রন্থাগার, বিরাজ আশ্রম গ্রন্থাগার ইত্যাদি থেকে অনেকটা সাহায্য পেয়েছি।

এখানে আমার এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টচার্যের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে হয়। আমার যখনই কোনো প্রয়োজন হয়েছে তিনি তখনই সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে সমাপ্ত করতে পারতাম না তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী অজিত পাল, যিনি আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আমাকে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। আমার দুই পুত্র ঋষি ও রণি, যারা মাকে ব্যস্ত থাকতে দেখেও সবসময় মাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও সহকর্মী ড. শেখর চক্রবর্তী, অগ্রজ অপু দাশগুপ্তের কাছে ও আমি চির ঋণী। যাঁরা প্রয়োজনে আমাকে বইপত্র ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন।

এছাড়া যাঁরা আন্তরিকভাবে অলহ্ল্যে থেকে সফলতা কামনা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

তারিখ ঃ ২১-১২-২০১৫

রীতা পোদ্দার,
প্রধান, বাংলা বিভাগ
ডি.এইচ.এস. কে.কলেজ
ডিব্রুগড়, অসম